পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

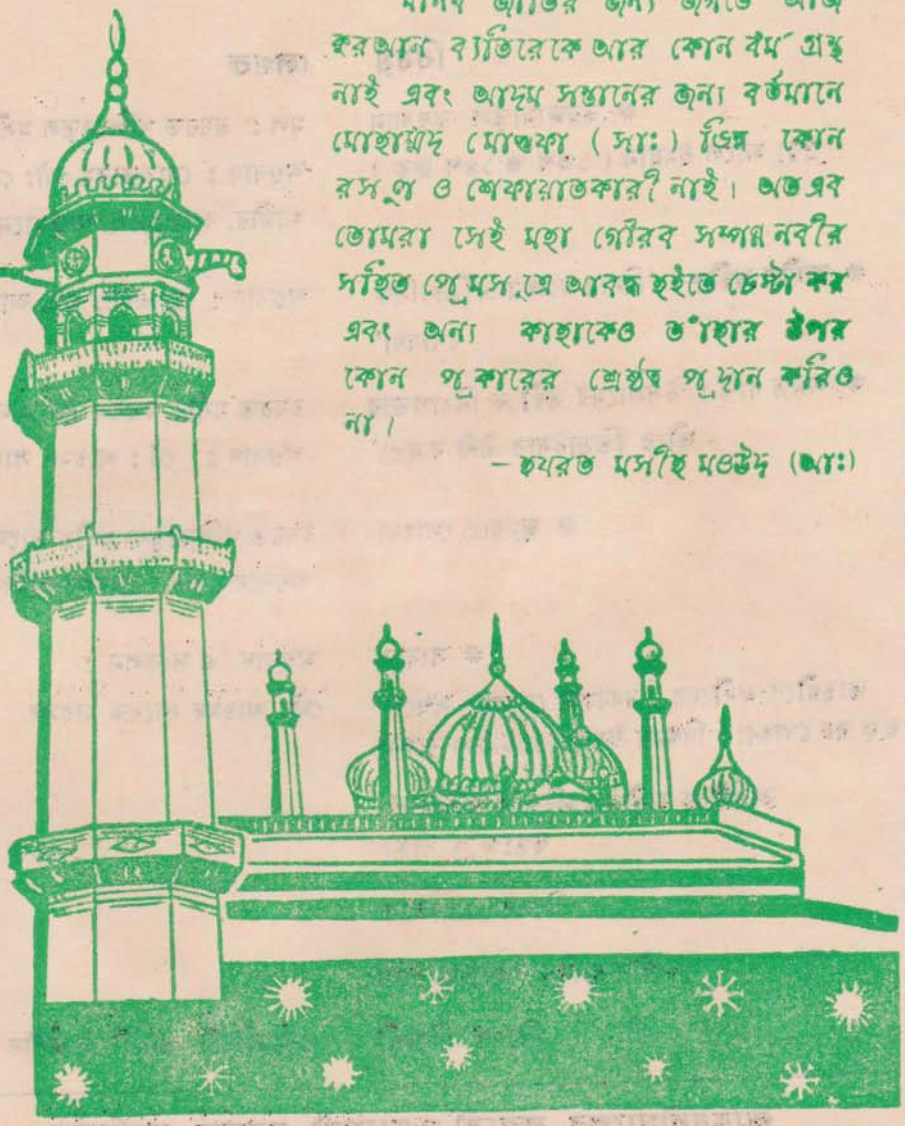

সম্পাদক : মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা

২৯শে বাতিক ১৩৮৮ বাংলা ॥ ১৫ই নভেম্বর ১৯৮১ ইং ॥ ১৮ই মহররম ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
১৫ই নভেম্বর ১৯৮১
৩৫শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা আলে ইমরান (১৩শ ও ১৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ঘোষণা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃত বাণী : 'ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইবার ঐশী ব্যবস্থা'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমআর খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* সংবাদ তাহ্‌রীকে-জদীদের নববর্ষের ঘোষণা সম্বন্ধে হুজুরের খোৎবা : বিশ্বময় ইসলাম প্রচারের সুফল	অনুবাদ ও সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৪
তাহরীকে-জদীদের নব-বর্ষে জামাতের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া		১৭
বিশেষ মোনাজাত		১৭
কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা সমূহ		১৮
বিশেষ বিজ্ঞপ্তী	সেক্রেটারী, তাহরীকে জদীদ	১৯

আহমদীয়াতের রুহানী ও দায়েমী মরকজ কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' (উর্দু) পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন।

পাক্ষিক 'আহমদী' নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়তে দিন এবং বকেয়া চাঁদা সত্বর পরিশোধ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৯শে কার্তিক, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর ১৯৮১ ইং : ১৫ই নবুওত ১৩৮০ হিঃ শামসী

সুরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১০)

৪র্থ পারা

১৩ রুকু

১২২। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট হইতে ভোর বেলায় বাহির হইয়াছিলে মোমেনদিগকে যুদ্ধের জন্য (তাহাদের) নির্ধারিত ঘাটিতে মোতায়েন করার উদ্দেশ্যে, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১২৩। (আবার সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে দুই দল (এই অবস্থা দেখিয়া) ভীরুতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের বন্ধু ছিলেন ; এবং মোমেনগণকে আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত।

১২৪। এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১২৫। (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তুমি মোমেনদিগকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব্ব (আকাশ হইতে) নাযেল করা তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ?

১২৬। কেন (যথেষ্ট হইবে) না ! যদি তোমরা সবুর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাহারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) দ্রুত গতিতে এই মুহূর্তে তোমাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমাদের রব্ব পাঁচ হাজার দুর্ধর্ষ ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

১২৭। এবং আল্লাহ্ ইহাকে নির্ধারিত করিয়াছেন তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদরূপে এবং এই জন্য যে তোমাদের হৃদয় যেন ইহার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, বস্তুতঃ সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ হইতে আসিয়া থাকে।

১২৮। (ইহা এই জন্য) যে তিনি যেন কাফেরদের একাংশকে কাটিয়া দেন অথবা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন যাহাতে তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

১২৯। ইহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই (এই সকল বিষয় আল্লাহ্‌র হস্তে), তিনি চাহিলে তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিবেন অথবা তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন; (তাহারা শাস্তিরই যোগ্য) যেহেতু তাহারা যালেম।

১৩০। এবং যাহা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যাহা কিছু যমীনে আছে (সকলই) আল্লাহর, তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বার বার করুণাকারী।

১৪শ রুকু

১৩১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা (নিজেদের মালের উপর) সুদ খাইও না, যাহা (মালকে) বহুগুণে বাড়ায়, এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হও।

১৩২। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা অস্বীকারকারীগণের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১৩৩। এবং তোমরা আল্লাহ ও এই রসুলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

১৩৪। এবং তোমরা তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে নাযেল করা ক্ষমা এবং জান্নাত লাভের জন্য কর্মতৎপর হও, যাহার মূল্য আসমানসমূহ এবং যমীন, মুত্তাকীগণের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে—

১৩৫। যাহারা সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও (আল্লাহর পথে) খরচ করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল এবং আল্লাহ কল্যাণকারীগণকে ভালবাসেন।

১৩৬। এবং (ঐ সকল লোকের জন্য) যাহারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের জানের উপর যুলুম করে, তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করিতে পারে? এবং তাহারা যাহা করে, জানিয়া শুনিয়া উহাতে (কায়েম থাকিতে) জিদ করে না।

১৩৭। তাহারা এমন, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের রব্বের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং জান্নাত সমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে এবং উহা (সৎ) কর্মশীলগণের জন্য কত উত্তম পুরস্কার!

১৩৮। তোমাদের পূর্বে অনেক নিয়ম অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের (পরিণাম দেখিতে হইলে) জমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা (নিয়মগুলিকে) মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছে?

১৩৯। ইহা (অর্থাৎ এই যিক্‌র) মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট বিবরণ এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়ত ও উপদেশ।

১৪০। তোমরা শিথিল হইও না এবং দুঃখিত হইও না ; যদি তোমরা মোমেন হও তবে তোমরাই প্রবল থাকিবে।

১৪১। যদি তোমাদিগকে কোন আঘাত লাগে তবে নিশ্চয় অনুরূপ আঘাত তাহাদিগকেও লাগিয়াছে, এবং এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলি এমন যে আমরা মানবজাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের পরিবর্তন ঘটাই, (যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে) এবং যাহাতে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিকে শহীদরূপে গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।

১৪২। এবং যাহাতে আল্লাহ তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কাফেরদিগকে নিপাত করেন।

১৪৩। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যাহারা জিহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে এখনও আল্লাহ প্রকাশ করেন নাই এবং ধৈর্যশীলগণকেও প্রকাশ করেন নাই।

১৪৪। এবং তোমরা এই মৃত্যুর কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই করিয়া আসিতেছিলে ; সুতরাং (এখন) তোমরা উহাকে এমতাবস্থায় দেখিয়া লইয়াছ যে উহার ভালমন্দ তোমাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। (অতএব তোমাদের মধ্যে, কতক কেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে ?)

(ক্রমশঃ)

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

"তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই। কারণ খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন الخير كله فى القران 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কোরআন শরীফেই নিহত আছে।' এই কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা কোরআন শরীফের উপর অন্য বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কোরআন শরীফে আছে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ-২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ঘোষণা :
মানবতার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা : দুর্বলের প্রতি দয়া ও স্নেহ

হযরত আবু বাক্‌রাতা নুফাইয়েবনুল হারেস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যামানা উহার প্রথম অবস্থায় ঘুরিয়া আসিয়াছে, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা জমিন ও আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। বৎসর বার মাসে হয়। তন্মধ্যে চারি মাস সম্মানিত। অর্থাৎ যুলকা'দ, যুল-হজ্জ, মুহররম এবং চতুর্থ 'মুযার' গোত্রের রজব। অর্থাৎ ঐ মাস, যাহা জমাদি ও শা'বানের মধ্যে উপস্থিত হয়। অতঃপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "হে লোকগণ, ইহা কোন্ মাস?" আমরা নিবেদন করিলাম : আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রাসুল (সাঃ) সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন।" তিনি (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। আমরা ভাবিলাম, সম্ভাবতঃ তিনি (সাঃ) ইহার অন্য কোনো নাম রাখিতে চাহেন। অতঃপর তিনি ফরমাইলেন : "ইহা কি যুল-হজ্জ নয়?" আমরা নিবেদন করিলাম, "হাঁ রসুলুল্লাহ!" অতঃপর, তিনি ফরমাইলেন : 'ইহা কোন শহর।' আমরা নিবেদন করিলাম, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুল (সাঃ) সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। আমরা মনে করিলাম, সম্ভবতঃ তিনি (সাঃ) ইহার অন্য কোনো নাম রাখিতে চাহেন। অতঃপর তিনি ফরমাইলেন : 'ইহা কি পবিত্র মহানগরী মক্কা নয়?' আমরা নিবেদন করিলাম, 'হাঁ রসুলুল্লাহ্!' তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইহা কোন্ দিবস?' আমরা নিবেদন করিলাম, 'আল্লাহ ও তাঁহার রসুল সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নিরব থাকিলেন। আমরা মনে করিলাম, সম্ভবতঃ তিনি ইহার অন্য কোন নাম রাখিতে চাহেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা নিবেদন করিলাম, 'হাঁ, রসুলুল্লাহ!' ইহাতে তিনি ফরমাইলেন :

"আজিকার দিন তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের জন্য হারাম এবং সম্মানীয়, ঠিক তেমনি যেমন তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস সম্মানীয়। হে লোকগণ, শীঘ্রই তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু রব্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তিনি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা কিরূপ কর্ম করিয়াছ। দেখ, আমার পরে যেন পুনরায় কাফের না হইয়া পড়, তোমরা একে অন্যের গর্দান কাটা আরম্ভ না কর। অবহিত হও, তোমাদের মধ্যে যাহারা এখানে উপস্থিত তাহারা ঐ সব লোককে

(৬-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইবার ঐশী ব্যবস্থা'

এই জগত তো হইল এরূপ যে : کار دنیا کسی تمام کرد (অর্থাৎ, দুনিয়ার কাজ কে শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছে")! মৃত্যু যে কখন আসিবে ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার এমনই এক রহস্যাবৃত ব্যাপার যাহা কাহারও উপর উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আর যখন মৃত্যু আসিয়া যায় তখন এখানকার সকল ধন-সম্পদ এখানেই থাকিয়া যায় এবং কোন কোন সময় উহার ওয়ারিশ এমন লোক হয় যাহাদিগকে মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে উহার এক কণা মাত্রও দিতে পছন্দ করিত না। এমতাবস্থায় ইহা কতবড় ভুল যে, মানুষ তাহার মাল সেই ক্ষেত্রে খরচ না করে যাহা তাহার জন্য চিরস্থায়ী সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির কারণ হয়?! আমি আশ্চর্য হই যখন ইউরোপের দিকে তাকাই—একজন দুর্বল অসহায় মানুষকে খোদার আসনে বসাইবার জন্য তাহাদের মধ্যে কত উদ্যম ও উদ্দীপনা! পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে যদি খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রকাশার্থে কোন চেতনাই না থাকে, তাহা হইলে ইহা কত দুর্ভাগ্যের কথা!!

মুসলমানদের উচিত, আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও রেজামন্দিকে অগ্রগণ্য করা। তাঁহা কেযদি তাহারা সন্তুষ্ট করিয়া লয়, তাহা হইলে সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ইহাই তো দুর্ভাগ্য যে, তাহারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। আমার বড়ই দুঃখ হয় যখন আমি দেখি যে, মুসলমানদিগকে যদিও সাচ্চা দ্বীনে-ইসলাম দান করা হইয়াছে তথাপি তাহারা উহার কদর করে নাই। খোদাতায়ালাই জানেন, মুসলমানদের এই অবহেলা ও অবজ্ঞায় কী ফলোদয় ও পরিণাম ঘটিবে! আসলে দ্বীনের কোন পরোয়া এবং গয়রত নাই। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝগড়া-বিবাদে তাহাদের লক্ষ্য হইল শুধু আত্মম্ভরিতা, আত্ম-গৌরব ও আত্মশ্লাঘা; আল্লাহ্‌তায়ালার জালাল ও মাহাত্ম্য প্রকাশ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালাকেই অগ্রগণ্য করে এবং তাঁহার দ্বীনের সমর্থন এবং উহার প্রতি গভীরশ্রদ্ধা ও আত্মমর্যাদাভিমানে এরূপ আত্মবিলীন হয় যে, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌তায়ালার জালাল ও গৌরবকে প্রকাশ করাই তাহার আত্মা ও হৃদয়ের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য হইয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌-তায়ালার খাতায় 'সিদ্দীক' বলিয়া আখ্যায়িত হয়। আমরা যেভাবে ইসলামকে উহার প্রকৃত স্বরূপে পেশ করিতে পারি সেভাবে অন্য কেহ পারে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে আমাদের জামাতের বৃহদাংশই হইল গরীব। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার শুকরিয়া এই যে, ইহা গরীবদের জামাত হওয়া সত্বেও আমি দেখিতে পাই যে তাহাদের মধ্যে নিষ্ঠা, সততা, দরদ ও সহানুভূতি রহিয়াছে। তাহারা ইসলামের প্রয়োজন ও অভাবকে উপলব্ধি করতঃ যথাসাধ্য উহার জন্য সর্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ ও অর্থ ব্যয়ে কোন ত্রুটি করে না। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ

থাকিলেই কার্য সাধিত হয় এবং আমরা তো তাঁহার ফজলেরই প্রত্যাশী। যেভাবে একটি তুফান নিকটে অগ্রসর হইলে মানুষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে যে, ইহা তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তেমনিভাবে ইসলামের উপর তুফান ছুটিয়া আসিতেছে। বিরুদ্ধবাদীগণ সর্বক্ষণ এ চেষ্টায় নিয়োজিত ইসলাম যেন ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহতায়ালা ইসলামকে এই সকল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তিনি এই তুফানের মধ্যে ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইয়া দিবেন। নবীদিগের জীবনের ঘটনাবলী দৃষ্টে জানা যায় যে যখন তাঁহারা আসন্ন বিপদাবলী দেখিতেন তখন তাঁহাদের জন্য ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকিত না যে তাঁহারা রাত্রিকালে উঠিয়া উঠিয়া দোয়া করিতেন। কওম তো (আধ্যাত্মিকভাবে) মূক ও বধির হইয়া থাকে। তাহারা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিত না, বরং নির্যাতন ও উৎপীড়ন করিত। সেই সময় রাত্রিকালের দোওয়াই কার্য্যকরী হইয়া থাকিত। এখনও তাহাই একমাত্র অবলম্বন। ইসলামের অবস্থা দুর্বল এবং ইহার একান্ত প্রয়োজন উহার সংস্থাপন ও প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা। .....সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বরকতময় এবং সৌভাগ্যশালী, যাহার অন্তর পবিত্র এবং আল্লাহতায়ালার মহাত্ম্য প্রকাশের জন্য আগ্রহশীল। কেননা আল্লাহতায়ালা এরূপ ব্যক্তিকে অন্যান্যদের উপর অগ্রগণ্য করেন। ইহা খুব মনে রাখিবে যে, রুহানিয়ত (আধ্যাত্মিকতা) কখনও উর্দ্ধগমণ লাভ করেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তর পবিত্র হয়! যখন অন্তরে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার সৃষ্টি হয়, তখন উহার মধ্যে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এক বিশেষ শক্তির সঞ্চার হয়। অতঃপর তাহার জন্য সমস্ত প্রকার উপকরণের উদ্ভব ঘটে, যদ্দ্বারা সে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে।" (মলফুজাত ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, ১৫৮)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**

হাদীস শরীফ

(৪-এর পাতার পর)

আমার এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে, যাহারা অনুপস্থিত। কারণ, হইতে পারে, যাহাকে বার্তা পৌঁছান হয়, শ্রোতা অপেক্ষা সে অধিক সমঝদার।" অতঃপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, "আমি কি আল্লাহ্‌তায়ালার পয়গাম ঠিক ঠিক পৌঁছাইয়াছি ?" তিনি এই কথা তিনবার ফরমাইলেন। আমরা নিবেদন করিলামঃ 'হাঁ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার পয়গাম ঠিক ঠিক পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।' ইহাতে তিনি (সাঃ) ফরমাইলেনঃ "আল্লাহ্‌তায়ালা সাক্ষী থাকুন।" [মুসলিমঃ কিতাবুল কাসামাহ, বাবু তাহরীমুদ দিমায়ে ওয়াল আরায়েয ওয়াল আমওয়ালে : ২-১৯৯ পৃঃ ; 'বুখারী' : ১ঃ২৩৪ পৃঃ ও ২ঃ৬৭২ পৃঃ]

('হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ; ইহার শিক্ষা মানিয়া চলিলে শান্তি, সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ব পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

কুরআন করীম সকল মানুষকে সাম্যের এক উচ্চমার্গে দাঁড় করাইয়াছে এবং মুমেন ও কাফেরের মধ্যেও মানুষ হিসাবে কোন পার্থক্য করে নাই।

ইসলামী শিক্ষায় মুমেন ও কাফের উভয়ের হক্-অধিকার এবং অন্যান্য সকলের যাবতীয় হক-অধিকার নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করণকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই।

যে ব্যক্তি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় পদচিহ্নাবলীর অনুসরণ করে না, সে তাঁহার (সাঃ) প্রতি খিয়ানত-কারীর অপরাধে অপরাধী।

তাশাহুদ ও তায়াওউস এবং সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করার পর হুজুর বলেন :

হযরত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হইতে 'রহমতুল লিল-আলামীন' রূপে জগতবাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। 'রহমতুল-লিল-আলামীন'-এর মধ্যে শুধু মানুষেরই উল্লেখ নয় বরং অন্য যাবতীয় সৃষ্টিও উহার আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তিনি শুধু মানুষের জন্যই রহমত বা করুণা স্বরূপ নহেন এবং মানুষ ছাড়া খোদার অন্যান্য মখলুক তথা নিখিল সৃষ্টির জন্যই তিনি করুণা ও রহমত স্বরূপ, এবং ইসলামী বিধান ও শিক্ষা আদ্যোপান্ত মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টির সাম্যক হক-অধিকার ব্যক্ত করে এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষনেরও উপায় উদ্ভাবন করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেহেতু আলামীনের জন্য রহমতস্বরূপ এবং মানুষ আলামীনেরই অংশ বিশেষ, সেইহেতু আলামীনের অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্যও তিনি রহমতস্বরূপ। অবশ্য এই মহান করুণার বৃহদাংশ মানুষেই প্রাপ্ত হইয়াছে। তারপর ঘোষণা করা হইয়াছে :

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (الاعراف : ١٥٩)

—"আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রসুল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।" এবং

كافة للناس بشيرا و نذيرا (سبا : ٢٩) 'সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে আসিয়াছি।"

মানুষের জন্য তাঁহার (সাঃ) যে মহান জ্যোতিষ্কাশ ঘটিয়াছে উহার দুইটি দিক আছে :— একটি এই যে, প্রত্যেক মানুষকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, ইসলামের শিক্ষা শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিবে। ইহা শান্তির ধর্ম, নিরাপত্তার ধর্ম। সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তোমাদিগকে ঝগড়া-বিবাদ করিতে দেওয়া হইবে না বরং যদি তোমরা ইসলামী আহ্‌কাম কার্যকরী রূপে পালন করিয়া চল, তাহা হইলে এই শিক্ষা তোমাদের জন্য ভ্রাতৃবোধ প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার নিমিত্তই নাজেল করা হইয়াছে। ইহা পালন করিলে শান্তির পরিমণ্ডল বিরাজ করিবে।

আর দ্বিতীয় দিকটি এই যে, মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মান ও সম্ভ্রমের যে মোকাম ও আসন মানবজাতিকে আল্লাহ্‌তায়ালা দান করিতে চান তাহা দান করার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ (সাঃ) প্রেরিত হইয়াছেন, এবং তিনি সকল মানুষের জন্যই ইহার সম্ভাব্যতা বিধান করিয়াছেন এই ঘোষণার মধ্যমে যে, قل انما انا بشر مثلكم (كهف : ١١١) অর্থাৎ, মোহাম্মদ (সাঃ) যেমন অতিমহান ও পরম সম্মানিত এবং সৃষ্টির সেরা, তেমনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষও অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আর ইহার জন্য জরুরী, মানুষে মানুষে যেন পার্থক্য করা না হয়। বরং সকল মানুষকে সাম্যের এক উচ্চমার্গে উপনীত করা হয়। আদ্যোপান্ত সমগ্র কুরআন করীমের সকল আদেশ ও শিক্ষার প্রতি আপনি গভীর দৃষ্টিপাত করুন, কোথাও মুমেন ও কাফেরের মধ্যে মানুষ হিসাবে পার্থক্য করা হয় নাই। ইহার কতিপয় দিকের উপর আমি পূর্বে কয়েকটি খোৎবায় আলোকপাত করিয়াছি। আজ আমি দুইটি দিক বাছিয়া লইয়াছি। একটির সম্পর্ক 'নওয়াহী' (অর্থাৎ নিষেধমূলক নির্দেশাবলী)-এর সহিত এবং অপরটি 'ওয়ামের' (অর্থাৎ আদেশমূলক নির্দেশাবলী)-এর সহিত সম্পৃক্ত। আজ আমি খিয়ানত এবং আদল ও ইনসাফ বা ন্যায়-বিচার সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চাই।

আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আনফালে বলেন :

يا يها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا امانتكم و انتم تعلمون ٥ (آيت : ٢٥)

—"হে মুমেনগণ! আল্লাহ্ ও রসুলের খিয়ানত করিও না এবং পরস্পরের আমানত সমূহেও খেয়ানত করিও না।" (সুরা আনফাল, ২৫ আয়াত) তারপর আল্লাহ্ সুরা নেসায় বলেন : و لا تكن للخائنين خصيما এবং সুরা আনফালে বলেন : ان الله لا يحب الخائنين "খিয়ানতকারীদের পক্ষে ঝগড়াকারী (অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ সমর্থনকারী) হইও না। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা খিয়ানতকারীদিগকে ভালবাসেন না। যদি তুমি তাহাদের পক্ষ সমর্থনে ঝগড়া কর, তাহা হইলে তুমিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে।" আল্লাহতায়ালা আরও বলিয়াছেন :

ان الله لا يهدى كيد الخائنين (يوسف : ٥٣)

—খিয়ানতকারীদের কৌশলকে নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা সফল হইতে দেন না।" খিয়ানতের অর্থ

'মুফরাদাত—ইমাম রাগিব' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে :—

الخيانة والنفاق واحد الا ان الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والامانة والنفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلون فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد فى السر ونقيض الخيانة الامانة -

"খিয়ানত ও নেফাক প্রায় সমঅর্থবহ। অঙ্গীকার ও গচ্ছিত আমানতে বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে খিয়ানত বলা হয় এবং নেফাক বা কপটতা অর্থে মুনাফকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়; ধর্ম, আকায়েদ, দাবী ও আমলের দিক দিয়া বিশ্বাস ভঙ্গের ক্ষেত্রে ইহা প্রজোয্য হয়। তারপর কখনও উক্ত শব্দদ্বয় পরস্পর সমঅর্থও প্রকাশ করে। 'খিয়ানত'-এর অর্থ হক্ ও সত্যের বিরোধিতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা; ইহা আমানত শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।"

যে আয়াতগুলি আমি উপরে উপস্থাপন করিলাম, এইগুলি হইতে নিম্নরূপ বিষয়াবলী প্রতিপাদিত হয় :—

প্রথম, বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর খিয়ানত করিও না। এবং খিয়ানত হইল আমানতের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। আর আমানতের অর্থ হইল : ما فرض الله على العباد "বান্দাদের উপর আল্লাহ যাহা ফরজ বা বাধ্যকর হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন।" ইহা আমানতের একটি অর্থ। সুতরাং যখন বলা হইল যে, 'আল্লাহর খিয়ানত করিবে না', তখন এ আদেশই দেওয়া হইল যে, আল্লাহতায়ালা যে সকল ফরজ বা দায়িত্বাবলী ন্যাস্ত করিয়াছেন সেই সকল দায়িত্ব পূর্ণ কর, যে সকল অঙ্গীকার তোমাদের নিকট গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলি পালন কর, যে-সকল হক্ ও অধিকার কায়েম করা হইয়াছে সেগুলিকে কায়েম কর এবং খোদাতায়ালার বান্দা-গণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করিও না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খিয়ানত করিও না। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকার আমাদের নিকট গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যে কর্তব্য ন্যাস্ত করা হইয়াছে তাহা হইল এই যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে 'উসওয়া-এ-হাসানা'—যে 'উৎকৃষ্টতম আদর্শপূর্ণ দৃষ্টান্ত' তোমাদের সামনে পেশ করিয়াছেন তদনুযায়ী তোমরা জীবনযাপন করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে তাঁহার আদর্শ পরিত্যাগ করে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না সেও খিয়ানতকারী।

তারপর আরও বলা হইয়াছে, পরস্পরের আমানত সমূহে খিয়ানত করিও না। و يخونوا امانتكم যেমন আমি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, পরস্পরের আমানত বলিতে কর্তব্য ও অঙ্গীকার এবং পরস্পরের যে সকল হক্ও অধিকার আল্লাহতায়ালা নির্ধারণ করিয়াছেন সেগুলিকে বুঝায়। মৌলিক এবং নীতিগতভাবে ঐ সকল হক্ ও অধিকার বহুবিধ রহিয়াছে; আজ আমি সেগুলির মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আপনাদিগকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করিয়াছি। যেমন, (১) অর্থ বা সম্পদ সম্পর্কিত পারস্পরিক আমানত সমূহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কাহারও মাল আত্মসাৎ করিও না; ইহা অসততা ও খিয়ানত এবং আমানত

বিরোধী কার্য। এরূপ কার্যের বিভিন্ন রূপ আমাদের সামনে আসে। যেমন, এক ব্যক্তি তাহার মালের একাংশ অন্যের নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখে। যাহার নিকট মাল গচ্ছিত রাখা হয় তাহার কর্তব্য, যখনই তাহার নিকট প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার গচ্ছিত মাল ফেরৎ চায় তখনই উহা তাহাকে ফেরৎ দেওয়া। (২) আবার মালের এই হক্ নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, বেচা-কেনার সময় যতটুকু অর্থ কেহ দেয় সেই অনুযায়ী তাহাকে যেন সঠিক পণ্য দেওয়া হয়। যদি এক সের পণ্যের দাম দুই টাকা হয় তাহা হইলে দোকান্দার দুই টাকা লইয়া যদি ওজনের সময় চাতুর্যের সহিত এক সেরের পরিবর্তে পনের ছটাক দেয়, তাহা হইলে সে মাল সম্পর্কিত হক্ হরণ করিল এবং খিয়ানতকারী সাব্যস্ত হইল। (৩) আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, কোন কোন লোক এতিমদের মাল আত্মসাৎ করে। কুরআন করীম ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরও অনেকগুলি হেদায়ত দান করিয়াছে। আমরা আমাদের জীবন যাত্রার পথে প্রতিটি ব্যাপারে ঐ সকল হেদায়েত হইতে আলো গ্রহণ করিয়া হক ও সত্যের উপরে নিজেদের কর্মধারাকে কায়েম রাখিতে পারি।

অতঃপর মানব জীবন ও প্রাণ সম্পর্কিত হক্-অধিকার সমূহের ব্যাপার রহিয়াছে। ইহা হইল পারস্পরিক আমানত সম্পর্কিত আর একটি শিরোনাম। জীবন বা প্রাণ সম্পর্কিত একটি স্বত্ব বা অধিকার তো হইল এই যে, বে-হক কাহারো প্রাণ হরণ করা যায় না। কুরআন করীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহা ঘোষণা করিয়াছে, যাহা এক বড় জবরদস্ত ঘোষণা। এই প্রসঙ্গে আর একটি হক বা অধিকার এই যে, এমন ফেৎনা (অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি করিবে না যাহার ফলে কেহও দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়। الفتنة اشد من القتل —(অর্থাৎ, 'ফেতনা কতল অপেক্ষাও ঘোরতর অপরাধ।') ইসলাম কাহারও প্রাণ হরণ করার চাইতে কাহাকেও শুলে ঝুলাইয়া রাখা এবং কাহারো জীবনকে উৎসন্ন ও দুর্বিসহ করিয়া তোলাকে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গুরুত্ব দিয়াছে।

প্রাণী বা মানবজীবনের হক ও অধিকার এই যে, উহার প্রতিপালন, পরিপোষণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে যাহা কিছুর প্রয়োজন তাহা যেন উহাকে দেওয়া হয়। এপ্রসঙ্গে আরও বহু দৃষ্টান্ত পেশ করা যাইতে পারে।

তারপর মানুষের ইজ্জত ও সম্মান সম্পর্কীয় হক-অধিকার রহিয়াছে। প্রতিটি মানুষ 'আশরাফুল-মখলাকাত'-এর এক একজন সদস্য এবং খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে অতি সম্মানিত তাহার সৃষ্টি ও জন্মের দিক দিয়া, তাহার শক্তি ও ক্ষমতা নিচয়ের দিক দিয়া, তাহার অপরিসীম উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে উন্মোচিত পথ সমূহের দিক দিয়া এবং সে তাহার চেষ্টা-প্রয়াসের দ্বারা খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করিতে পারে সেই প্রত্যাশিত ঐশী-প্রীতির দিক দিয়া।

ان العزة لله جميعا

প্রকৃত ইজ্জত ও সম্ভ্রম তো উহাই, যাহা কেহ তাহার রাব্বের দৃষ্টিতে লাভ করে। এই জগতে আল্লাহতায়ালা বহুবিধ পার্থিব ও অপার্থিব উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেগুলির দ্বারা

সম্মান-সম্ভ্রম মূলক অধিকার সমূহ নিরূপিত হয়। সেই যাবতীয় উপকরণ প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য। কাহারো প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সূচক কথা কাহাকেও বলিবে না, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সূলভ ব্যবহার করিবে না, নিজেকে বড় বলিয় জ্ঞান করিবে না, কাহারো বিরুদ্ধে অহংকার ও অহমিকা প্রদর্শন করিবে না।

তারপর পারস্পরিক আমানত প্রসঙ্গে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হক বা ন্যায্য অধিকার কায়েম করা হইয়াছে তাহা হইল মজুরী বা পরিশ্রমিক সংক্রান্ত হক ও অধিকার। এক ব্যক্তি তাহার সময় ও শ্রম অন্যকে দান করে এবং তাহার এই সময় ও শ্রমের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি তাহাকে যে প্রতিদান বা পারিশ্রমিকের অঙ্গীকার দান করে—এরূপ অঙ্গীকার বা **Under standing**-এর ফলশ্রুতিতে সেই পারিশ্রমিক বা প্রতিদান তাহার নিকট গচ্ছিত আমানত স্বরূপ হইয়া যায়। এই সকল আমানত অনেক সময় পড়িয়া থাকে। অথবা পারিশ্রমিকের কিছু অংশ মজুরদিগকে বৎসরে একবার অথবা দুইবার অধুনা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বোনাসের আকারে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পযন্ত উহা তাহারা পায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা আমানত স্বরূপ সেই লিমিটেড কম্পানী বা অন্য কোন পুঁজী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থাকিয়া যায়।

তারপর যোগ্যতা সংক্রান্ত হক ও অধিকার আছে। খোদাতায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সে পুরুষ হউক অথবা স্ত্রীলোক, বহু প্রকারের শক্তি ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়া এ জগতে পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য হক্‌ তাহার পাওয়া উচিত। ইহা তাহার আমানত বিশেষ। কুরআন করীম এক স্থানে বলিয়াছে যে, 'যাহারা নিজ যোগ্যতার গুণে যোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাদের প্রাপ্য আমানত সমূহ তাহাদিগকে দান কর।'

চতুর্থতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, 'খিয়ানতকারীদের পক্ষ সমর্থন করিও না।' আল্লাহ্‌-তায়ালার এই হুকুম অমান্য করিয়া, খিয়ানতকারীদিগকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিয়া, তাহাদের উকিল বনিয়া, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া জগতে এত ফাসাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে যে মানবীয় বুদ্ধি উহার অপরিসীম ক্ষতির পরিধি অনুমানও করিতে পারে না। এবং জুলুম ও সীতামের এই হিংস্র খেলা দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, কোথাও কম, আর কোথাও বেশী। যদি মানুষ দৃঢ়রূপে এই নীতিটি অবলম্বন করে যে, যেহেতু খিয়ানত আমরা কোন অবস্থাতে করিব না সেইহেতু আমরা কোন অবস্থাতেই খিয়ানতকারীর পক্ষ সমর্থনও করিব না, তাহা হইলে বিশ্বে সামাজিক পরিমণ্ডল সুধরাইয়া উহার বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা এক কোটি গুণ বরং এক অর্বুদ গুণ অধিক সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। বস্তুতঃ মানুষের সম্মুখে সৌন্দর্য তো একমাত্র ইসলামী শিক্ষাতেই পেশ করা হইয়াছে কিন্তু তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ এবং সংকোচ বোধ করিতেছে।

পঞ্চমতঃ, আমাদিকে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছেন যে, তিনি খিয়ানতকারীকে তাঁহার প্রীতি লাভে বঞ্চিত রাখেন। আর যেমন আমি বলিয়া আসিয়াছি খিয়ানতকারীর পক্ষ সমর্থনকারীকেও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি, ভালবাসা, তাঁহার নেয়ামত ও অনুগ্রহ এবং তাঁহার পক্ষ হইতে প্রদত্ত স্বর্গীয় সম্মান ও ইজ্জত হইতে বঞ্চিত করা হয়।

আর যেহেতু খিয়ানতকারীকে খোদাতায়ালার প্রেম হইতে বঞ্চিত করা হয়, সেইহেতু সে তাহার তদ্বির ও কৌশলে বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। খিয়ানতকারী যে উদ্দেশ্য লাভের মতলবে খিয়ানত করিয়া থাকে প্রকৃত অর্থে সেই উদ্দেশ্য সে লাভ করিতে পারে না। যেমন, চোরও খিয়ানত-কারী। সে অন্যের গৃহে ঢোকে এবং অন্যায়ভাবে অন্যের মালের উপর ডাকাতি চালাইয়া মাল লুণ্ঠন করে। তাহার না কোন ইজ্জত, তাহার মালে না কোন বরকত হয়; কোটি কোটি টাকার সম্পদ অপহরণকারীকেও ফকিরের চাইতেও অধম অবস্থায় নোংড়া পোষাকে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা যায়। তদোপরি সর্বক্ষণ আতঙ্কে তাহার ভিতরটা কাঁপিতে থাকে। বোধ হয়, খোদার ভয়ে এরূপ ব্যক্তিদের অন্তর কাঁপে না কিন্তু মানুষের ভয়ে কম্পমান হয়। ভিতর হইতে বিবেক তাহাকে দংশন করিতে থাকে, 'হায়, তুই কি করিয়াছিস ?!' আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে সে প্রকৃত সফলতায় ভূষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। সে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য হয়।

এই সকল অনেকগুলি কথা আমি উল্লিখিত আয়াত সমূহ হইতে বাহির করিয়া আপনাদের সামনে পেশ করিলাম। কুরআন শরীফের কোন একটি হুকুমের অধীনেও (দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে) মুমেন ও কাফেরের মধ্যে মানুষ হিসাবে কোনও পার্থক্য বা ভেদাভেদ করা হয় নাই। ইহা বলা হয় নাই যে, একজন মুমেনের প্রতি তো আল্লাহ্‌র নির্দেশ এই যে, সে আল্লাহ্‌র খিয়ানত করিবে না। কিন্তু কাফেরকে আল্লাহ্‌ বলিতেছেন যে, 'তুমি অবশ্য খিয়ানত করিতে পার, তোমাকে পাকড়াও করা হইবে না!' এখানে ইহা বলা হয় নাই যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু মুমেনদের জন্য 'উসওয়া'— 'আদর্শ নমুনা।' যদি তাঁহার রেসালত ও আবির্ভাব كافة للناس 'সমগ্র মানবমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে' হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মোকাম ও মর্যাদা 'উসওয়া' হিসাবেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর উদ্দেশ্যেই প্রতীয়মান হয়; উহা কোন শ্রেণী বিশেষের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত নয়। তেমনি এখানে ইহা বলা হয় নাই যে, 'মুসলমানের মালের মধ্যে খিয়ানত করিবে না, অমুস-লিমের মালে খিয়ানত করিয়া বেড়াও, তুমি ধৃত হইবে না।' বরং বলা হইয়ছে যে, 'মুমেন ও কাফের নির্বিশেষে কাহারও মালে খিয়ানত করিবে না।'

প্রাণ বা জীবন সম্পর্কিত ইসলাম নির্দেশিত হক ও অধিকার সমূহ আমি বর্ণনা করিয়াছি। ইহা বলা হয় নাই যে 'মুসলমানের প্রাণনাশ করিও না, অমুসলিমের বিনা হকে প্রাণনাশ করিতে পার!' হক তো শুধু প্রতিষ্ঠিত সরকারকে (উহার বিচার বিভাগের মাধ্যমে) দেওয়া হইয়াছে অথবা 'কেসাস'-এর মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে যদি এতদ সংক্রান্ত ইসলামী বিধান প্রবর্তিত ও প্রচলিত থাকে। তেমনি ইহা বলা হয় নাই যে, 'মুসলমানের জীবনকে দুঃখ-দুর্দশায় ভারাক্রান্ত করিবে না, অমুসলিমকে সর্বদা দুঃখ-যাতনা দিতে থাকিবে!' আদৌ এরূপ বলা হয় নাই বরং বলা হইয়াছে যে, মুসলিম হউক অথবা অমুসলিম, (তোমাদের জন্য কুরআন শরীফে সবিস্তারে বর্ণিত) পারস্পরিক আমানত সমূহ তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত ও হকদারকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে; সে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের উপর ঈমান রাখে কি রাখে না তাহা এক্ষেত্রে

কাহারও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে না।

সম্মান-সম্ভ্রম সংক্রান্ত হক্-অধিকার প্রসঙ্গে মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা হয় নাই যে শুধু 'মুসলমানের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত দিও না।" বরং আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, শেরক (অংশীবাদীতা ও প্রতীমাপূজা) যদিও সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম এবং পাপ, তথাপি একজন মোশরেকের আবেগ-অনুভূতিতেও তোমার কোন কথার দ্বারা আঘাত দিবে না।

لا تسبوا الذين يدعون من دون الله (الانعام : ١٠٩)

ইহা বলা হয় নাই যে 'যদি মজুর মুসলমান হয় তাহাকে মজুরীর ন্যায্য হক দান কর; যদি অমুসলিম হয় তাহা হইলে করিও না!' বরং বলা হইয়াছে, 'মুসলিম বা অমুসলিম, মুমেন বা কাফের, তৌহীদবাদী বা অংশীবাদী—কেহ যে কোন আকীদা বা ধ্যান-ধারনার অনুসারী হউক, সে যতটুকু কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী যাহা তাহার হক সাব্যস্ত হয়, উহা তোমার নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত, তাহার সেই হক তাহাকে দান কর, তাহার মজুরী তাহাকে দাও এবং যথাসময়ে দাও।

ইহা বলা হয় নাই যে, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার দিক দিয়া যে ন্যায্য অধিকার বা হক কায়েম হয় তাহা মুসলমানের হইলে তাহাকে দাও; আর অমুসলিমের ক্ষেত্রে খোদাতায়ালার উপর দোষারোপ কর যে, 'তিনি কেন তাহাদিগকে (অমুসলিমকে) যোগ্যতায় ভূষিত করিলেন? এরূপ করিয়া আল্লাহ ভুল করিয়াছেন, আমরা উহার সংশোধন করিতেছি'। (নাউযুবিল্লাহ)। বরং কুরআন শরীফ বলিয়াছে, 'যাহাকে খোদাতায়ালা তাঁহার ফজলের দ্বারা, তাঁহার রবুবিয়তের ফলশ্রুতিতে এবং রহমানিয়তের জ্যোতির্বিকাশের দ্বারা (আল্লাহ্‌র রবুবিয়ত ও রহমানিয়ত মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ করে না) যে যোগ্যতা দান করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর সেই প্রদত্ত যোগ্যতার ন্যায্য হক্ তাহাকে প্রদান কর এবং যোগ্যকে তাহার আমানত প্রত্যার্পণ কর। খিয়ানতকারী মুসলিমও হইতে পারে এবং অমুসলিমও। কুরআন শরীফ ইহা বলে নাই যে, খিয়ানতকারী অমুসলিম হইলে তাহার পক্ষ সমর্থন করিও না কিন্তু মুসলিম হইলে পক্ষ সমর্থন করিও। বরং আল্লাহ বলিয়াছেন, খিয়ানতকারী মুসলিম হউক অথবা অমুসলিম হউক এরূপ কাহারও পক্ষ সমর্থন করিবে না। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন যে, খিয়ানতকারীকে তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করা হইবে। ইহা বলেন নাই যে সে মুসলমান হইলে তাহাকে তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। তেমনি খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, খিয়ানতকারী তাহার চেষ্টা-প্রয়াস ও কৌশলের ক্ষেত্রে প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। ইহা বলেন নাই যে, সে কাফের হইলে প্রকৃত ও সত্যকার কৃতকার্যতা অর্জন করিতে পারিবে না; আর সে মুমেন হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। এরূপ কখনও বলেন নাই; বরং মুমেন ও কাফের উভয়কে একই স্তরে আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। উভয়ের হক ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে এবং মুসলিম ও অমুসলিমের কোন ভেদাভেদ করা হয় নাই। যেমন আমি বলিয়াছি, তৌহিদের অনুসারী এবং অংশীবাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই, কোন মুসলমান ইহা বলিতে পারে না যে, 'যেহেতু সে মুশরেক সেজন্য তাহার হক্ আমরা নষ্ট করিয়া দিব।' এরূপ বলার বা করার কোন অধিকার নাই। ঠিক তেমনি, হক্ নষ্ট করার অধিকার কোন অমুসলিমকেও দেওয়া হয় নাই, যেমন কোন মুসলমানের এরূপ করার হক্ বর্তায় না।

('আল-ফজল' ১১ই আগষ্ট ১৯৮০) (ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ—**মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

সংবাদ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাহরীকে-জদীদের নব বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা বিশ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করিয়াছেন

"আল্লাহতায়ালার পুরস্কার সমূহে দৈনন্দিন ক্রমাগত উন্নতি প্রমাণ করিতেছে যে জামাতে আহমদীয়া আল্লাহতায়ালার শোকর গোজার জামাত।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জামাত উক্ত লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দিবে, ইনশাআল্লাহু।'

হুজুর (আইঃ) প্রদত্ত জুমার খোৎবায় তাহরিকে জদীদের ৪৮ তম বৎসরের ঘোষণা

রাবওয়া, ৩০শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে-আকসায় জুমায়ার খোৎবা প্রদান করিতে গিয়া তাহরীকের জদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করেন এবং নূতন বৎসরের জন্য বিশ লক্ষ টাকার লক্ষ্য মাত্রা (Target) নির্ধারণ করেন। স্মর্তব্য যে বিগত বৎসরের টার্গেট ছিল ১৮ লক্ষ টাকা যাহা আল্লাহ্তায়ালার ফজলে জামাতের মোখলেসীন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন যে, জামাত হিসাবে (সমষ্টিগত ভাবে) আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজার বান্দাদের সমন্বয়ে গঠিত। আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে যদি তোমরা তাঁহার শোকর আদায় কর তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক নেয়ামতে ভূষিত করিবেন এবং তোমরা অধিকতর কোরবানী পেশ করার তওফিক লাভ করিবে। হুজুর বলেন, আল্লাহ্তায়ালার শোকর আদায় করতঃ আল্লাহ্র পথে আর্থিক কোরবানী পেশ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল তাহরীকে জদীদ। হুজুর তাহরীকে-জদীদের দফতরে-আওয়ালের ৪৮তম ও দফতরে-দওমের ৩৮তম এবং দফতরে-সওমের ২৭তম বর্ষ উদ্বোধনের ঘোষণা করেন। হুজুর তাঁহার খেলাফতকালের বিগত ১৬ বৎসরে তাহরীকে জদীদের মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৬৪—৬৫ইং সালে অর্থাৎ তাঁহার খেলাফত কালের প্রথম বৎসরে তাহরীকে জদীদের চাঁদা ছিল ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, এবং এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সালে এই চাঁদার পরিমাণ ১৮ লক্ষ ৪০ হজোরে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা সাড়ে চারশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হুজুর বলেন, দেশের বাহিরে (ইসলামের প্রচার কার্য উপলক্ষে) টাকা প্রেরণের পথে বাধা-বিঘ্ন বশতঃ বর্তমানে তাহরীকে জদীদের চাঁদা দেশের আভ্যন্তরীণ দায়িত্বাবলী সম্পাদনে খরচ হইয়া থাকে; যদিও এই খরচের প্রকার-প্রকৃতির দিক দিয়া ইহা বাহিরের দেশগুলির

উপর খরচেরই নামান্তর অর্থাৎ মুবাল্লেগগণের প্রস্তুতি, তাহাদের এলাউন্স, পুস্তকাদি প্রকাশ, অফিস পরিচালনা ইত্যাদি। হুজুর বলেন, দেশের অভ্যন্তরে চাঁদার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা দেশের আভ্যন্তরীণ দায়িত্বাবলীকেও বাড়াইয়া দিয়াছেন।

বাহিরের দেশগুলিতে চাঁদার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, ১৯৬৪-৬৫ ইং সনে বহির্দেশের সর্বমোট চাঁদা এবং স্কুল ইত্যাদির ফিসের আকারে আয় ছিল ৩১ লক্ষ টাকা। আর এখন অত্র বৎসর এই অঙ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত হইয়াছে।

হুজুর বলেন, চারি লক্ষের আঠার লক্ষে পরিণত হওয়া এবং ৩১ লক্ষের ৪ কোটি ১৮ লক্ষে উপনীত হওয়া প্রমাণ করিতেছে যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের কোরবানী সমূহকে কবুল করিয়াছেন এবং এতদ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত ফলোদয় ঘটাইয়াছেন। কেননা মানুষের হৃদয় খোদাতায়ালা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে জয় করা আমার বা আপনাদের সাধ্যগত কাজ নয়। মানবহৃদয় তো আল্লাহ্‌তায়ালার মোঠার মধ্যে বিধৃত থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা, উহার অবস্থানগত দিক পরিবর্তন করিয়া উহাকে খৃষ্টান অথবা প্রতিমাপূজারী হইতে মুসলমানে পরিবর্তন করিয়া দেন। হুজুর ইহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলেন যে আমাদের ঘানা মিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে অর্থাৎ ঘানায় ন্যূনকল্পে পাচ লক্ষ খ্রীষ্টান এবং বোত-পরস্ত আমাদের এই নগন্য লুদ্র জামাতটির মাধ্যমে কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছেন।

হুজুর বলেন, চাঁদার অঙ্কগুলির অগ্রগতিতে আর একটি কথা প্রতীয়মান হয় এই যে, চাঁদা দাতাগণ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম ও উচ্চমর্যাদাকে উপলব্ধি করেন এবং তাহারা চাহেন যেন আল্লাহতায়ালার তৌহিদ এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বীনে-ইসলামের ঝাণ্ডা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ক্রমাগত শিক্ষা ও তরিয়তের ফলে তাহারা এই মহান সাধ্য-সাধনা ও মুজাহেদকেও অনুধাবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং নিজেদের সময় ও অর্থের কুরবানী পেশ করিয়া চলিয়াছেন।

হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছিলেন যে, 'যদি তোমরা না-শোকরী কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের পুরস্কার সমূহে বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিব না।' আর এখানে বৃদ্ধি ও উন্নতি বিরাজ করিতেছে। এতদ্বারা জানা যায় যে, জামাত আহমদীরা খোদাতায়ালার কৃতজ্ঞ ও শোকর গোজার কওম বা জামাত, এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের ধন-সম্পদে এবং এখলাস ও ঈমানে বরকত দিয়াছেন এবং সমগ্র জগৎ ব্যাপী ইসলামের স্বপক্ষে এক মহান বিপ্লব ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হুজুর তাহরীকে-জদীদের আর্থিক কোরবানী ব্যতীত অন্যান্য কোরবানী সমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহরীকে-জদীদের আর্থিক কোরবানীর উক্ত অঙ্কে শতবার্ষিকী জোবেলী শামিল নয়। খোদ্দামগণ সম্প্রতি (ইউরোপের কয়েকটি স্থানে) মসজিদ সংস্থাপনার্থে

যে কোরবানী পেশ করিয়াছে তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। তেমনিভাবে 'নুসরত জাহান লিপ ফরওয়ার্ড'-এর অধীনে যে আর্থিক কোরবানী পেশ করা হইয়াছে তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হুজুর আল্লাহর নেয়ামতের ঘোষণা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ কেনাডার মিশন হাউস ক্রয়ের বৃত্তান্ত পুনঃ উল্লেখ করিয়া বলেন যে কিরূপে আল্লাহ্‌তায়ালা সত্তর হাজার ডলার মূল্যের ক্ষুদ্র মিশন হাউসের দাম কয়েক বৎসরের মধ্যেই ৪ লক্ষ ২০ হাজার ডলারে উন্নীত করিলেন এবং সেই অর্থের দ্বারা পূর্বের চাইতে কয়েকগুণ বড় বিল্ডিং সহ ৪০ একড় সুপ্রশস্ত জমিও পাওয়া গেল। শুধুমাত্র আল্লাহর ফজলে প্রাপ্ত উক্ত অঙ্কও তাহরীকে-জদীদের আর্থিক কোরবানীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হুজুর বলেন, যে বৃক্ষ দীর্ঘকাল ব্যাপী ফলদায়ক হইয়া থাক, উহাতে ফলও কয়েক বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর ধরিতে আরম্ভ করে, এবং যে জামাত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অস্তিত্ব-বৃক্ষ হইতে সারা জগতের জন্য ফল সরবরাহ করিবে, উহার তত্ত্বাবধান ও পরিপুষ্টি লাভ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এখন উহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। হুজুর বলেন, যে বৃক্ষ দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচুর ফল দিয়া থাকে উহাতে সূচনায় ফলও কম ধরে। হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালার নেয়ামত সমূহের শুকরানা স্বরূপ অত্র বর্ষে টার্গেট ১৮ লক্ষকে বাড়াইয়া ২০ লক্ষে নির্ধারিত করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জামাত ইহাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইবে, ইনশাআল্লাহ। হুজুর বলেন, অতিশয় উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে লক্ষ যোগে আগাইয়া চল এবং উক্ত টার্গেটে উত্তীর্ণ হও।

হুজুর বলেন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে আমাদিগকে মালী কুরবানী পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত তৌহিদের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকিয়া এই দোওয়া করিতে হইবে যে, হে খোদা! আমাদিগকে সদাসর্বদা তোমার শোকরগোজার করিয়া রাখ, যাহাতে আমরা তোমার আজেয বান্দাগণ নিজেদের পরিকল্পনা সমূহে কৃতকার্যতায় ভূষিত হইয়া সারা বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারি। (আমিন)

পরিশেষে হুজুর বলেন যে, আজ (জুমার পর) আনসারুল্লাহর ইজতেমা উদ্বোধনেরও দিন। হুজুর বন্ধুগণকে উপদেশ করিয়া বলেন, অধিক দোয়ায় রত থাকিয়া আজেযী ও বিনয়ের সহিত এই দিনগুলি অতিবাহিত করুন। সমগ্র বিশ্বের জন্য দোওয়া করুন।

হুজুর বলেন, আমি বারবার বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বলিতে থাকিব যে, কাহারও সহিত আমাদের শত্রুতা নাই; আমরা কাহারও শত্রু নই। যাঁহারা মনে করে, আমরা তাহাদের শত্রু, তাহাদিগকেও আমরা বোঝাইতে চাই যে, আমরা তাঁহাদের শত্রু নই। হুজুর বলেন, নাস্তিক এবং প্রতিমাপুজারীদের জন্যও দোওয়া করুন। এই সকল লোক নিজেদের জানের উপর বড়ই অত্যাচারকারী। ইহারা অপরিতৃপ্ত, এবং অশান্তির শিকার। তাঁহারা দিশাহারা হইয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। খোদাতায়ালা তাহাদের অন্ধকাররাশীকেও

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনিত নূরের আলোকে সমুজ্জল করিয়া দিন। এবং তাহারাও ঐ নূরের আলোকচ্ছটায় জীবনযাপনকারী হউন। আমীন।

খোৎবা সানীয়ার পর হুজুর সাফ সোজা করার জন্য নির্দেশ দেন। উহার পর জুমার নামাজ আসরের সহিত জমা করিয়া পড়ান এবং সালাম ফিরাইবার পর এগার বার কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বল্প উচ্চ কণ্ঠে বেরেদ (আবৃত্তি) করেন। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে 'আসসালামুআলাইকুম' উচ্চারণ করিয়া মসজিদ হইতে প্রত্যাগমন করেন।

('আল-ফজল' ৩রা নভেম্বর ১৯৮১ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

তাহরীকে-জদীদের নব বর্ষ ঘোষণার প্রথম দিনে হুজুরের ডাকে মোখলেসীনে-জামাতের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

প্রথম দিন চার ঘণ্টার মধ্যে ৮ লক্ষ ৮১ হাজারেরও উর্ধে ওয়াদা

রাবওয়া, ৩০শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জুময়ার খোৎবার মাধ্যমে তাহরীকে-জদীদের ৪৮ তম বর্ষের ঘোষণা করার পূর্বে নিজ পক্ষ হইতে ৪ হাজার ১ শত টাকার ওয়াদা 'দফতর তাহরীকে-জদীদ'-এ প্রেরণ করেন। 'জাযামুহুল্লাহু আহ্সানাল-জাযা'! হুজুরের সারগর্ভ ঈমানউদ্দীপক খোৎবার পর প্রথম দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার ফজলে মুখলেসীনে-জামাতের পক্ষ হইতে ওয়াদা সমূহের যোগফল ৮১ হাজার ১ শত ৫৯ টাকা দাঁড়ায় এবং ইহা খোদাতায়ালার ফজলে অব্যাহত গতিতে স্ফীত হইয়া চলিয়াছে। উল্লেখ্য যে, বিগত বৎসর প্রথম দিন ওয়াদার যোগফল ছিল ৮, ৪০, ৮৩৯ টাকা। অর্থাৎ এই বৎসর ৪০, ৩২০ টাকা বাড়তি আছে। আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত রিপোর্ট উকীলুল মাল তাহরীকে জদীদ মোহতারম জনাব শাব্বীর আহমদ সাহেব ঐ দিনই 'দৈনিক আল-ফলজ'-কে জ্ঞাপন করেন। ('আল-ফজল ; ৩রা নভেম্বর ১৯৮১ইং)

দেশের সর্বময় কল্যাণ এবং আসন্ন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণপ্রদ হওয়ার জন্য জামাত আহমদীয়ার বিশেষ মোনাজাত

১৩ই নভেম্বর, ঢাকা—বকশী বাজারস্থ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে জুময়ার নামাজে দেশের সর্বময় কল্যাণ, উন্নতি সমৃদ্ধি এবং আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কল্যাণপ্রদ ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান দয়াময় আল্লাহতায়ালার নিকট সকাতরে দোওয়া করা হয়। জুময়ার খোৎবাতেও বিশ্বময় ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তার এবং দেশের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সকল দিক দিয়া কল্যাণজনক হওয়ার জন্য একটি ধর্মীয় ও রুহানী জামাত হিসাবে বিশেষভাবে দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিয়া জামাতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় মজলিশ আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া, আতফাল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা সমূহ সর্বাঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া জামাতের আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টার রাবওয়ায় জামাতের উপ-সংগঠন সমূহ—মজলিশ আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া, আতফালুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহর (২৪তম, ৩৭তম, ৩৭তম এবং ২১তম) কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা সমূহ আল্লাহতায়ালার ফজলে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। খোদ্দাম ও আতফাল এবং লাজনার উক্ত ইজতেমা সমূহ পৃথক পৃথক স্থানে ২৩, ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর ১৯৮১ইং তারিখে এবং আনসারুল্লাহর ইজতেমা ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর এবং ১লা নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) উক্ত ইজতেমা গুলিতে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। হুজুরের অতি সারগর্ভ ও ঈমানউদ্দীপক ভাষণ সমূহ ইনশা আল্লাহ 'আহমদীর' আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

আনসারুল্লাহর ইজতেমায় এবৎসর ৮৪২টি মজলিশ হইতে ১৩০৫ জন আনসারুল্লাহ প্রতিনিধি যোগদান করেন। গত বৎসরের তুলনায় এবার ৮৭টি মজলিস এবং ১২৩জন প্রতিনিধির অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় এবৎসর প্রথম দিন হুজুরের উদ্বোধনী ভাষণের সময় পর্যন্ত ৭৪৫টি (বহির্দেশের ১১টি) মজলিস হইতে ৬১৬৫ (বহির্দেশের ৮২) জন খোদ্দাম যোগদান করে। গত বৎসরের তুলনায় ১৩৪টি মজলিশের অগ্রগতি হইয়াছে। আতফালের ইজতেমায় এবৎসর ৩৪৬টি মজলিস হইতে ৩৫৪৭ জন প্রতিনিধি যোগদান করে। গতবৎসর অপেক্ষা ১০৬টি মজলিস এবং ২৮৩ জন অধিক সংখ্যক আতফাল অংশগ্রহণ করিয়াছে। লাজনার ইজতেমায় যোগদানকারীদের সংখ্যা সম্বন্ধে সংবাদ এখনও হস্তগত হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, হুজুর (আইঃ)-এর এক তাহরীক অনুযায়ী এবৎসর করাচী, পেশোয়ার, থরপারকর (সিন্ধুদেশ) এবং কোয়েটাসহ ২৬টি জিলা হইতে ২,০৬০ জন খোদ্দাম বাইসাইকেল চালাইয়া ইজতেমায় যোগদান করিয়াছে। বিগত বৎসর তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৬টি জিলা হইতে ১,০৫০ জন। তেমনিভাবে এ বৎসর ২৫টি মজলিশ হইতে ৯০ জন আনসারুল্লাহ সাহেবান বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন।

কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর শুরার সুপারিশক্রমে মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে হুজুর (আইঃ) পুনরায় আগামী দুই বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসের সদর হিসাবে মনজুরী দান করেন।

খোদ্দামের শুরার সুপারিশক্রমে হুজুর (আইঃ) মোহতারম মৌঃ মাহমুদ আহমদ সাহেবকে আরও দুই বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসাবে নিযুক্ত করেন। বিগত দুই বৎসর সদর হিসাবে তাঁহার কর্মতৎপরতার প্রশংসা করিয়া হুজুর (আইঃ) বলেন যে, "বরকত সে-ই পাইবে যে এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত সহকারে খেলাফতের অনুবর্তিতা করে, কেননা সকল বরকত এই নেযামের সহিতই সংযুক্ত। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কিছু আল্লাহ্-

তায়ালার দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে না।' ('আল-ফজল')

উল্লেখযোগ্য যে, মৌঃ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরুব্বী মৌঃ মুহিবুল্লাহ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের জামাতা। তিনি রাবওয়াস্থ জামেয়া আহমদীয়ার ট্রেনিং প্রাপ্ত মোবাল্লেগ। আল্লাহতায়ালা তাঁহার এই নূতন দায়িত্বভার মোবারক করুন এবং তাহাকে অধিকতর উন্নতি ও খেদমত করার তওফিক দানে ভূষিত করুন। (আমীন)।

এবার কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্ ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইজতেমায় বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহর নাজেমে-আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব এবং বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। যোগদানের পর তাঁহারা উভয়ে মঙ্গলমত ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সংকলন : **মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

বিশেষ জ্ঞাতব্য

জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী (তাহরীকে জদীদ) সাহেবানের খেদমতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৯৮০-৮১ সালের তাহরীকে-জদীদের বৎসর নভেম্বর '৮০ হইতে আরম্ভ হইয়া অক্টোবর '৮১ সনে শেষ হইয়াছে। যেহেতু উক্ত সময়ের মধ্যে অধিকাংশ জামাতের পক্ষ হইতে ওয়াদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ চাঁদা নির্ধারিত সময়ে আদায় হয় নাই, সেই জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেব ১০/১১/৮১ ইং পর্যন্ত সময় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত জামাত এখনও পর্যন্ত ওয়াদা ও আদায়ের হিসাব কেন্দ্রে পাঠান নাই তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই মাসের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন। ওয়াদা ও আদায়ের হিসাব হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর নিকট দোওয়ার জন্য পেশ করা হইবে।

উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ঢাকা জামাত তাহাদের ২০ হাজার টাকার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত এক হাজার টাকারও অধিক তাহরীকে জদীদের আর্থিক কুরবানী পেশ করার তৌফিক লাভ করিয়াছে। তেমনিভাবে নারায়ণগঞ্জ জামাতও ২,৩৬২ টাকার লক্ষ্য-মাত্রা অতিক্রম করিয়া ১৪২ টাকা অতিরিক্ত আদায় করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

যেহেতু হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাহরীকে জদীদের ৪৮তম নববর্ষের ঘোষণা করিয়াছেন, কাজেই আপনারা অনতিবিলম্বে নিজ নিজ জামাতে প্রত্যেকের নিকট হইতে ওয়াদা গ্রহণ পূর্বক ওয়াদার ফেরেস্তি ঢাকা কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন। তাহরীকে জদীদের সর্বনিম্ন ওয়াদার হার হইল ২৪ টাকা এবং প্রত্যেক উপার্জনশীলের জন্য তাহার এক মাসের আয়ের এক পঞ্চমাংশ ওয়াদা করা জরুরী।

শামসুর রহমান
সেক্রেটারী, তাহরীকে-জদীদ, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635